তৃতীয় অধ্যায়

ইউনিট ১০

শিক্ষাক্রম: পরিকল্পনা ও উন্নয়ন
[Curriculum: Planning and Development]

ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শিক্ষাক্রম ধারণার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে। ফলে এর প্রয়োজনীয়তা এবং উন্নয়ন সম্পর্কে প্রবল আগ্রহ জাগে। এ সময়ে বিশ্বের অনেক দেশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে ফলে চল্লিশ দশকের শেষার্ধ থেকেই শিক্ষাক্রম উন্নয়ন সম্পর্কে প্রচুর চিন্তাভাবনা শুরু হয়। শিক্ষাক্রমের প্রবক্তা রাফটাইলার ১৯৪৯ সালে সর্বপ্রথম শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়া তত্ত্ব প্রদান করেন। অতঃপর শিক্ষাক্রম প্রণয়ন সম্পর্কে যাঁরা তত্ত্ব প্রদান করেন তাঁরা হলেন হিলডা তাবা (১৯৬২), হুইলার (১৯৬৭), কার (১৯৬৮), লিউই (১৯৭৭), ইরাট (১৯৭৫) প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ। তাঁদের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন তত্ত্ব বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়। অতঃপর শিক্ষাক্রম সম্পর্কে মানুষের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন পরিকল্পনায় নানা মাত্রা যোগ হয়। কারণ শিক্ষাক্রম হল শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাণ কেন্দ্র। তাছাড়া শিক্ষা হল সামাজিক উন্নয়নের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। ফলে শিক্ষাক্রম প্রণয়নে নানা মডেল উদ্ভাবন করা হচ্ছে এবং শিক্ষা হয়ে উঠছে জীবন ঘনিষ্ঠ।

বর্তমানে শিক্ষাক্রমকে আরও জীবন ঘনিষ্ঠকরণের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকে শিক্ষাক্রম উন্নয়নে কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে। আর এই শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের জন্য শিক্ষাক্রম পরিকল্পনার নানা মাত্রা এবং কিছু অত্যাবশ্যকীয় বিবেচ্য দিক সংযোজিত হচ্ছে। সেগুলো হল: শিক্ষা ব্যবস্থা, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, সমাজের চাহিদা, প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ধারা, দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং সর্বোপরি মানব সম্পদ উন্নয়ন এগুলোকে সক্রিয় বিবেচনায় এনে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হচ্ছে।

এরূপ জীবন ঘনিষ্ঠ শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করতে হলে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ক বাস্তব ভিত্তিক মডেল অনুসরণ করা দরকার। বর্তমানে আঞ্চলিক দেশসমূহে ও বহিঃবিশ্বে শিক্ষাক্রম পরিকল্পনায় ও উন্নয়নে বিভিন্ন কৌশল ও মডেল অনুসৃত হচ্ছে সেগুলোকে বর্তমান ইউনিটে চারটি পাঠে উপস্থাপন করা হল:

পাঠ- ১০.১: শিক্ষাক্রম পরিকল্পনার ধারণা, বিবেচ্য দিক ও প্রয়োজনীয়তা

পাঠ- ১০.২: আধুনিক শিক্ষাক্রম পরিকল্পনার রূপরেখা

পাঠ- ১০.৩: শিক্ষাক্রম উন্নয়ন তত্ত্ব ও মডেল

পাঠ- ১০.৪: আধুনিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কৌশল

পাঠ ১০.১ শিক্ষাক্রম পরিকল্পনার ধারণা, বিবেচ্য দিক ও প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিক্ষাক্রম পরিকল্পনার ধারণা ও পরিসর বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা প্রণয়নের বিবেচ্য দিকসমূহ বিবৃত করতে পারবেন।
- শিক্ষাক্রম পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পরিকল্পনার ধারণা

যে কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য পূর্ব পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজন। তবে কাজের প্রকৃতির উপর পরিকল্পনা নির্ভর করে। যেমন- একটি রাম্না বা দালান কিংবা জলযান অথবা একটি শিল্পকর্ম তৈরির জন্য কত জনবল, সময়, অর্থ, সামাজিক সহযোগিতা, রসদ, নিরাপত্তা, দক্ষ বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি দরকার হবে এবং কখন, কার বা কোনটির দরকার হবে সবকিছুই এই পরিকল্পনার অঙ্গ। কিন্তু শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা, রাস্তা ঘাট বা দালান কোঠা তৈরি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। কারণ শিক্ষাক্রম পরিকল্পনার প্রায় সবটুকু বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসক ও ব্যবস্থাপক, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা পরিকল্পনাবিদ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, নকশা অংকনকারী, মুদ্রন বিশেষজ্ঞ, ছাত্র এবং হাজার হাজার বিদ্যালয়ের সাথে জড়িত। এছাড়া শিক্ষাক্রম হল ভবিষৎ প্রজন্মকে দক্ষ জনসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার বামূব ভিত্তিক রূপরেখা। তাই শিক্ষাক্রম পরিকল্পনায় যে সব দিকে সচেতন ভাবে গুরুত্ব দিতে হয় এর প্রধান দিকগুলো হল:

১. পরিকল্পনা গ্রহণ করার পূর্বে অত্যাবশ্যকীয় দিক যেমন- জাতীয় দর্শন, শিক্ষা দর্শন, জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড, সামাজিক ও মনোবৈজ্ঞানিক দিক ও মূল্যবোধ।

২. সমাজের কাঙ্খিত মূল্যবোধ, শিক্ষার চাহিদা, দেশে ও বিদেশে প্রযৌক্তিক পরিবর্তন ধারা, জাতীয় আদর্শ সমুন্নতকরণ প্রক্রিয়া।

৩. সমাজের প্রতিষ্ঠিত অতীত ও চলমান কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ সমুন্নতকরণ।

৪. সমাজের চাহিদা ও পরিবর্তনের চাপ (ইতিবাচক/নেতিবাচক) শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণকে অবহিতকরণ এবং আগামী দিনে কিরূপ দক্ষ জনশক্তি সমাজের জন্য প্রয়োজন হবে তা আঁচকরণে সহায়তা করণ।

৫. সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিকরণে রাজনৈতিক, আর্থিক, মানব সম্পদ বিনিয়োগের ধরন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে মিল রেখে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নকরণ।

পরিকল্পনার পরিসর

শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে এর পরিসর সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রণয়নকারী বা সংস্থার পুরোপুরি ধারণা থাকতে হবে। কেবল একটি শ্রেণির একটি বিষয়ের জন্য শিক্ষাক্রম প্রণয়ন পরিকল্পনা তৈরি করতে যে জনবল, সময়, অর্থের প্রয়োজন হবে যদি একটি শিক্ষামূরের (প্রাথমিক/মাধ্যমিক) সকল শ্রেণির সকল বিষয়ের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন পরিকল্পনা তৈরি করতে হয় তবে প্রয়োজনীয় সবই আনুপাতিক হারে অনেক বেশি লাগবে। এছাড়া কোন নতুন বিশেষ বিষয়ে- যেমন "কম্পিউটার বিজ্ঞান" শিক্ষাক্রম প্রণয়ন পরিকল্পনা তৈরি করতে হলে সাধারণ শিক্ষার (যেমন সামাজিক বিজ্ঞান বা গণিত) একটি বিষয়ের চেয়ে খরচ অনেক অনেক বেশি লাগবে।

শিক্ষাক্রম প্রণয়নের বিবেচ্য দিক

শিক্ষাক্রম প্রণয়নের বিবেচ্য দিক হিসেবে ইউনিভার্সিটি অব সাউথ প্যাসিফিক ১৯৮১ সালে নিম্নোক্তগুলোকে চিহ্নিত করেছে। এই বিবেচ্য দিকগুলো সর্বজনীন।

- **সিদ্ধান্ত গ্রহণ-** দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যা সমাধানের সঠিক উপায় সনাক্তকরণে সহায়তা প্রদান করা ।
- **সত্যের সন্ধান**- বিভিন্ন বক্তব্য থেকে কোনটি সত্য তা নির্ধারণ করতে পারা এবং সত্যের অনুসারী হওয়া।
- **জীবন ধারণ দক্ষতা**- জীবনমান উন্নতকরণে ও কার্যসম্পাদনে-সাধারণ হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে পারা।
- **পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া**- জ্ঞান, সমাজ ও সামাজিক মূল্যবোধ পরিবর্তনের সাথে সাথে সচেতনভাবে নিজকে মানিয়ে নেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা।
- **নান্দনিক সৌন্দর্য**- ব্যক্তির আচার আচরণে শিল্প ও সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ ঘটানো।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে। এসব চাহিদা পূরণের জন্য শিক্ষাক্রমে আরও নতুন নতুন দিক সংযোজন করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এই নতুন দিকের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি এখানে উপস্থাপন করা হল:

- বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ও যৌক্তিক বিকাশ;
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সচেতনতার বিকাশ;
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিণাম সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি;
- শিক্ষা ও কর্মের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন;
- জাতীয়তাবোধ জোরদারকরণ;
- আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রতকরণ;
- জাতীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ;
- মানবীয় গুণাবলির বিকাশ সাধন;
- স্ব-শিখন ও স্ব-কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ এবং
- সৃজনশীলতার বিকাশ সাধন।

শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তুলবার শক্তিশালী ও কার্যকর পরিকল্পনা হল শিক্ষাক্রম। অন্যকথায় বলা যায় যে, শিক্ষাক্রম হচ্ছে- শিক্ষাব্যবস্থাকে উদ্দেশ্যমুখী, সময়োপযোগী, কর্মভিত্তিক, গতিশীল করে পুনর্গঠন ও নির্মাণ করার একটি নীলনকশা বিশেষ। শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থার সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হল- শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রম ব্যতীত শিক্ষার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। শিক্ষাক্রম ছাড়া শিক্ষাদান কার্যক্রম ধারাবাহিক ও সঠিকভাবে চালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এছাড়া শিক্ষাদান কার্যক্রম হচ্ছে শিক্ষাক্রম পরিকল্পনারই অংশ বিশেষ। শিক্ষার্থীর সার্বিক

বিকাশের লক্ষ্যে কখন, কি ও কতটুকু শেখাতে হবে এবং কোন কোন বিষয় হাতেকলমে শিখবে শিক্ষাক্রম হল তারই রূপরেখা। এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনীয়তা নানাবিধ। শিক্ষাক্রমের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল:

- যে বিষয় বা জ্ঞান সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সনাক্ত করা।
- সমাজ ও ব্যক্তির প্রয়োজনানুসারে শিক্ষার বিষয়বস্তু বিন্যাস করা।
- সকল শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা অনুসারে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা।
- শিক্ষার্থীর বয়স, গ্রহণ ও ধারণ ক্ষমতা অনুসারে কাজের মাত্রা ঠিক করা।
- সনাক্তকৃত বিষয়বস্তু সহজ থেকে কঠিন- এ নীতি অনুসরণে বিন্যাস করা।
- শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অনুসারে কর্মমুখী ও বৃত্তিমূলক বিষয়াদির চয়ন ও বিন্যাস করা।
- বিষয়বস্তুর পারস্পর্য, ধারাবাহিকতা ও সমন্বয় বিধান করা।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদানের গুণগতমান উন্নত করার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ জোরদার করা।
- বিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরে বিভিন্ন প্রকার কর্মতৎপরতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সর্বমুখী অভিজ্ঞতা প্রদানের পথ প্রশমূ করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১। সমাজে প্রতিষ্ঠিত অতীত ও চলমান কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ সমুন্নত করা কোনটির অন্তর্ভুক্ত?
ক. শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনীয়তা
খ. পরিকল্পনা ধারা
গ. বিবেচ্য দিকের
ঘ. পরিকল্পনা পরিসরে।

২। ইউনির্ভাসিটি সাউথ কমিশনের অন্তর্ভুক্ত দিক কোনটি?
ক. সিদ্ধান্ত গ্রহণ
খ. কর্ম-সংস্থান
গ. জাতীয় আদর্শ
ঘ. একক বিষয়ের শিক্ষাক্রম।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রমের পরিসর ব্যাখ্যা করুন।

২. শিক্ষাক্রম প্রণয়ন পরিকল্পনা তৈরির প্রধান দিক কি কি?

৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিবেচ্য দিক কি কি?

পাঠ ১০.২ আধুনিক শিক্ষাক্রম পরিকল্পনার রূপরেখা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কয়েকটি আধুনিক শিক্ষাক্রম পরিকল্পনার রূপরেখা বর্ণনা করতে পারবেন।

শিক্ষাক্রম পরিকল্পনার বিভিন্ন রূপরেখা

সাম্প্রতিক কালে শিক্ষাক্রম পরিকল্পনায় বিভিন্ন ধরনের রূপরেখা দেখা যায়। এসব রূপরেখাকে কোন কোন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ মডেল নামকরণ করেছেন। শিক্ষাক্রম পরিকল্পনার বহুল ব্যবহৃত প্রধান মডেলগুলো হল: (ক) হজ হবিজ মডেল (খ) এরিহ লিউই মডেল (গ) সেলার মডেল (ঘ) বাস্তব জীবন পরিবেশ ভিত্তিক মডেল। নিচে সংক্ষেপে এ গুলোর নকশাসহ বিবৃত করা হল:

হজ হবিজ পরিকল্পনা

শিক্ষাক্রম প্রণয়ন পরিকল্পনা কতকগুলো সম্পর্কযুক্ত প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। হজ হবিজ তার শিক্ষাক্রম প্রণয়ন পরিকল্পনার উপাদানগুলোকে সাতটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই উপাদানগুলো শিক্ষাক্রম পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। হজ হবিজের শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা মডেলের প্রত্যেকটি উপাদান বা অঙ্গ ধারাবাহিক এবং সমগ্র পরিকল্পনাটি গতিময় ও আধুনিক। কারণ প্রত্যেকটি অঙ্গ পারস্পরিক ক্রিয়াশীল পদ্ধতিভুক্ত।

এই পরিকল্পনা মডেলটিতে বামূব অবস্থা বিশ্লেষণ করতঃ প্রয়োজনীয়তা সনাক্তকরণের পর এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণের পর কোন নীতি ও কৌশল অবলম্বনে শিক্ষাক্রম যাচাই ও উন্নয়ন করা হবে এবং কিভাবে বামূবায়ন এবং বামূবায়ন উত্তর কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হবে এবং পরিশেষে মূল্যায়ন ফলাফলের ভিত্তিতে তা পুনরাবর্তন করে গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করা হবে তার দিক নির্দেশনা রয়েছে। নিম্নে হজ হবিজ পরিকল্পনা মডেলের নকশা দেওয়া হল। হজ হেবিস শিক্ষাক্রম পরিকল্পনার মডেলটি নিম্নরূপে চিত্রিত করা হয়েছে:

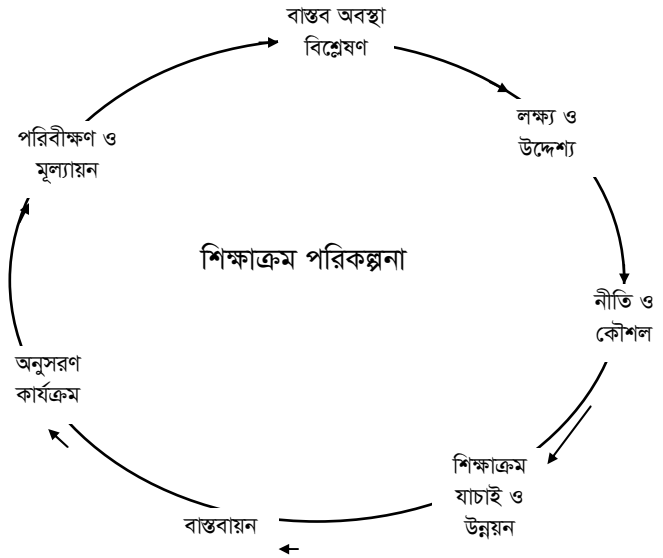

চিত্র: হজ হবিজ শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা।

এরিহ লিউই শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা

এরিহ লিউই তার Planning the School Curriculum (1977) IIEP, প্যারিস কর্তৃক প্রকাশিত পুমিকায় Stages of Curriculum Planning শিরোনামে শিক্ষাক্রম পরিকল্পনার একটি তিন ধাপ বিশিষ্ট মডেল প্রদান করেন। তিনি এই তিন ধাপে শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা, উন্নয়ন, বামূবায়ন পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ পুনরাবর্তন ইত্যাদি সবকিছু অন্তর্ভূক্ত করেছেন। লিউই তিন ধাপ বিশিষ্ট শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা মডেল নিচে উপস্থাপন করা হল।

ধাপ	অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রম
পরিকল্পনার পরিলেখ	▪ উদ্দেশ্য ▪ বিষয়বস্তু ▪ শিখন শেখানো কার্যাবলি
শিখন শেখানো সামগ্রী প্রণয়ন	▪ শিখন সামগ্রী রচনা ▪ শিখন সামগ্রী বিন্যাস ▪ নতুন সামগ্রীর উপযোগিতা বাচাই ▪ চূড়ান্তকরণ
বামূবায়ন	▪ বিমূরণ – প্রয়োজনীয় যোগান – শিক্ষক প্রশিক্ষণ – পরীক্ষা পদ্ধতির সমন্বয় – অন্যান্য সংস্থার মধ্যে সমন্বয় ▪ গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ ▪ পুনরাবর্তন।

শিক্ষাক্রম প্রণয়নে শর্মাস পরিকল্পনা

ইউনেস্কো ব্যাংককের ও এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের জনসংখ্যা শিক্ষার বিশেষজ্ঞ তাঁর জনসংখ্যা শিক্ষা পুস্তকে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন পরিকল্পনার একটি নকশা প্রদান করেছেন। এটি এতদাঞ্চলের শিক্ষাক্রম প্রণয়নের পরিকল্পনায় সহায়ক। এই নকশাটির প্রতিটি অঙ্গ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এই নকশার পাঁচটি অঙ্গ। যেমন- লক্ষ্য, বিষয়বস্তু, শিখন সামগ্রী, শিখন শেখানো প্রক্রিয়া এবং মূল্যায়ন। এই নকশাটি পরিকল্পনা ও উন্নয়ন উভয় কাজে তিনি ব্যবহার করেছেন।

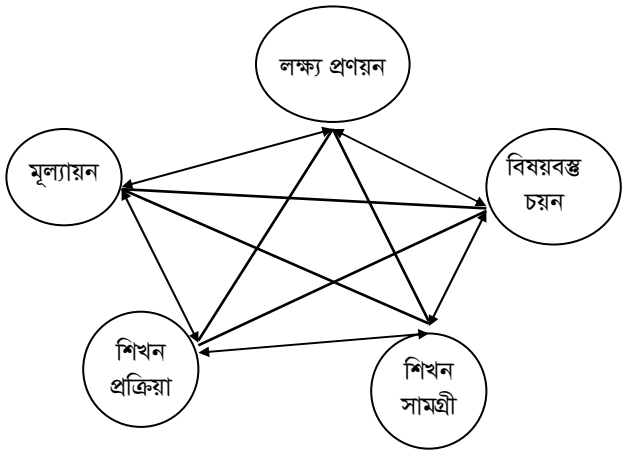

চিত্র: শর্মাস শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা মডেল।

বাস্তব জীবন পরিবেশ ভিত্তিক শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা

শিক্ষাক্রমে প্রাসংগিকতা আনয়নের লক্ষ্যে ইউনেস্কোর আঞ্চলিক অফিস ব্যাংকক তার উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড "শিক্ষার্থীর বামূব জীবন পরিবেশ থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পৃক্ত বিষয়বস্তু সনাক্তকরণ" শীর্ষক সমীক্ষায় এনসিটিবি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে দুইটি পৃথক গবেষণা পরিচালনা করে। উক্ত গবেষণায় শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবন পরিবেশ থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক কিছু ধারণা এবং বিষয়াংশ সনাক্ত করে। এই সনাক্তকৃত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিষয় কোন কৌশলে শিক্ষাক্রমের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা যাবে এতদসম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটি পরিকল্পনার মডেল উদ্ভাবন করা হয়। এই মডেল পরবর্তী পর্যায়ে দ্বিতীয় সমীক্ষায় প্রয়োগ করে যথেষ্ট সহায়তা লাভ করা গেছে। ইউনেস্কোর আঞ্চলিক অফিসও এতদসম্পর্কে প্রশংসা করেছে এবং অন্যান্য দেশে এটি প্রয়োগ করতে উৎসাহিত করছে। নিম্নে এই পরিকল্পনা মডেলটির নকশা উপস্থাপন করা হল।

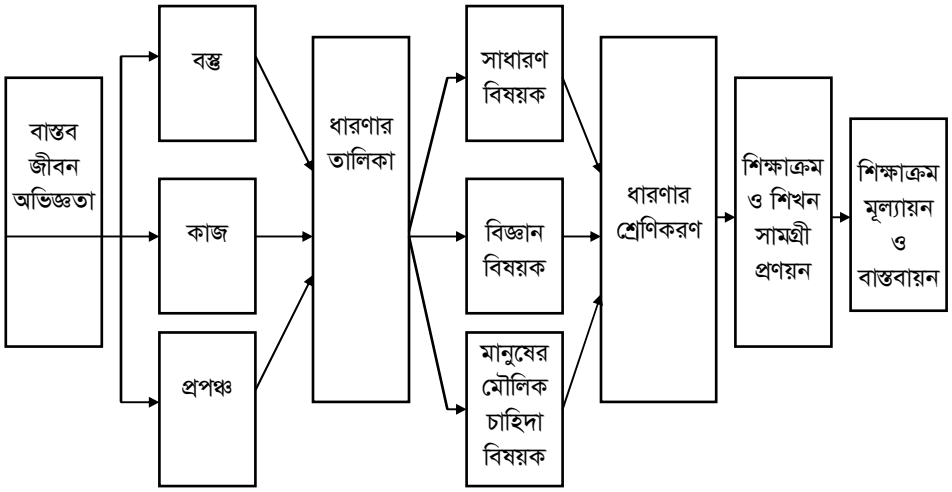

চিত্র: বামূব জীবন পরিবেশ ভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন পরিকল্পনা।

সেলার শিক্ষাক্রম প্রণয়ন পরিকল্পনা

সেলার ও তাঁর দুই সঙ্গীর রচিত "Curriculum Planning for Better Teaching and Learning" পুমূকে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে বহু মডেল ও নকশা উল্লেখ করেছেন। শিক্ষাক্রম পরিকল্পনাকে তাঁরা যেভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন তা হল; "---------- A Plan for Providing Sets of Learning Opportunities for Persons to be Educated"

এজন্য তাঁরা শিক্ষাক্রমের (পরিকল্পনা) উপাদান গুলোকে নিম্নরূপ নকশার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

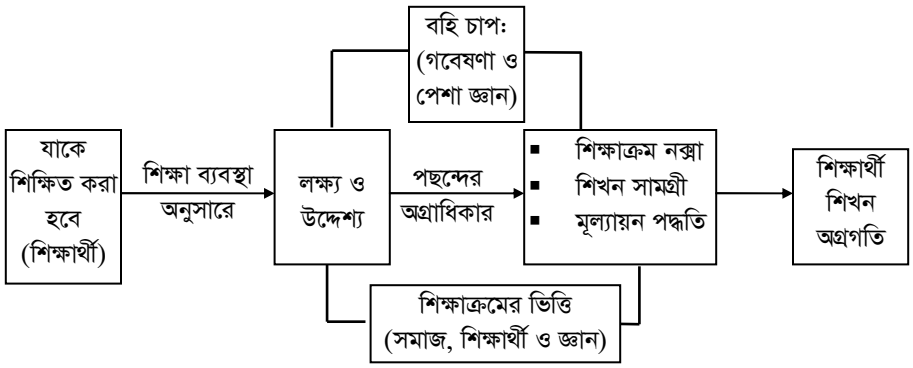

চিত্র: সেলার শিক্ষাক্রম প্রণয়ন পরিকল্পনা।

উপরের নকশায় শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সকল কর্মকান্ড আবর্তিত হয়। এজন্য সর্বাগ্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণ অতঃপর একটি আদর্শ ও বাস্তবমুখী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের জন্য গবেষণালব্ধ ফল এবং সমাজের মঙ্গলের নিমিত্তে শিক্ষার্থীকে লাগসই জ্ঞানে পরিপুষ্টকরণের উদ্দেশ্যে শিক্ষাক্রম শিখন সামগ্রী এবং কাঙ্খিত গুণাগুণ শিক্ষার্থীর মাঝে গড়ে উঠেছে কিনা তা পরিমাপের জন্য ক্রাইটেরিয়ান টেস্ট প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের মাত্রা নিরূপণ করা প্রয়োজন। এজন্য সেলার মডেলটি ব্যাপক ভিত্তিক ও আধুনিক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১। কার শিক্ষাক্রম মডেলটি পাঁচ ধাপ বিশিষ্ট?
- ক. হজ হাবিজ
- খ. সেলার
- গ. শর্মা
- ঘ. এরিহ লিউই।

২। কোন মডেলটি শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা ও উন্নয়ন উভয় কাজে ব্যবহৃত হয়?
- ক. শর্মা মডেল
- খ. বাস্তবজীবন ভিত্তিক মডেল
- গ. আইআইইপি এর মডেল
- ঘ. সাত ধাপ বিশিষ্ট মডেল।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হজ হবিজ মডেল কয় ধাপ বিশিষ্ট?

২. কোন পরিকল্পনা মডেলটি সাধারণ শিক্ষাক্রম কর্মীর জন্য সহজবোধ্য এবং কেন?

৩. বাস্তব জীবন পরিবেশ ভিত্তিক শিক্ষাক্রম পরিকল্পনার তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কি?

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. সেলার শিক্ষাক্রম পরিকল্পনার বিবরণ দিন।

২. শর্মাস মডেলের তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্গগুলো কি?

পাঠ ১০.৩ শিক্ষাক্রম উন্নয়ন তত্ত্ব ও মডেল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- শিক্ষাক্রম উন্নয়ন তত্ত্বের ও মডেলের নাম বলতে পারবেন।
- শিক্ষাক্রম উন্নয়নের বিভিন্ন মডেলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে পারবেন।
- শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেলের তুলনামূলক বিবরণ দিতে পারবেন।

শিক্ষাক্রমের প্রধান প্রধান তত্ত্ব

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী শিক্ষার প্রতি মানুষের আগ্রহ পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ মানুষ বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারছে যে "শিক্ষা" সামাজিক উন্নয়নের শক্তিশালী, সংক্রমণযোগ্য ও স্থিতিশীল উপকরণ ও বাহন। এই বাহনটিকে সময়ের চাহিদার সঙ্গে সংগতি বিধানের মাধ্যমে সমাজ ও জাতির কল্যাণের উপযোগীকরণের প্রধান ব্যবস্থা হল শিক্ষাক্রম। আর এই শিক্ষাক্রমের প্রধান ব্যবহারকারী হলেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী।

শিক্ষাক্রম সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জানার আগ্রহ দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। বস্তুত শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনীয়তা এবং তার উন্নয়ন সম্বন্ধ বিশ্বব্যাপী প্রচারণা শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর। কারণ তখন পৃথিবীর বহু দেশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। এসব নতুন স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাষ্ট্র নিজেদের চাহিদা মাফিক শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য মনোনিবেশ করে। ফলে চল্লিশ দশকের শেষার্ধ থেকে বিশ্বব্যাপী শিক্ষাক্রম উন্নয়নে প্রচুর চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে মহাকাশে স্পুটনিক প্রেরণে রাশিয়ার অভাবনীয় সাফল্য সারা বিশ্বজুড়ে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, পরিমার্জন ও নবায়ন সম্পর্কে নতুন চিন্তাভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে গত চার-পাঁচ দশকে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়নের নানা তত্ত্ব, মডেল, পদ্ধতি, প্রণালী ও কলা-কৌশল উদ্ভাবিত হয়। শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন তত্ত্ব ও মডেলের নাম, মডেল পরিচিতি ও তুলনামূলক বর্ণনা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হল:

শিক্ষাক্রম তত্ত্বের নাম

শিক্ষাক্রমের বহুল পরিচিত ও অধিক ব্যবহৃত তত্ত্বগুলো হল–

১. রাফ টাইলার তত্ত্ব (১৯৪৯): এটি চার ধাপ বিশিষ্ট রৈখিক তত্ত্ব। এছাড়া এটি শিক্ষাক্রমের সর্বপ্রথম তত্ত্ব।
২. হিলডা তাবা তত্ত্ব (১৯৬২): এই তত্ত্বটি সাত ধাপ বিশিষ্ট রৈখিক তত্ত্ব।
৩. হুইলার তত্ত্ব (১৯৬৭): এটি পাঁচটি অঙ্গবিশিষ্ট বৃত্তাকার তত্ত্ব।
৪. কার তত্ত্ব (১৯৬৮): এটি শিক্ষাক্রম প্রণয়নের একটি বিশদতত্ত্ব। কার তত্ত্বের প্রধান চার অঙ্গ উদ্দেশ্য, জ্ঞানক্ষেত্র, শিখন অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়ন। এগুলোর প্রত্যেকটিতে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য কার্যাদি উল্লেখ রয়েছে।
৫. এরিহ লিউই তত্ত্ব (১৯৭৭): আন্তর্জাতিক শিক্ষা পরিকল্পনা ইনস্টিটিউট, প্যারিস Planning the School Curriculum পুস্তিকায় লিউই তিন ধাপ ও দুই স্তর বিশিষ্ট তত্ত্ব প্রদান করেন।
৬. লটন তত্ত্ব: শিক্ষাক্রম প্রণয়নের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে তত্ত্ব ও ব্যবহারিকের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। লটন ১৯৭৪ সালে শিক্ষাক্রম তত্ত্বের ও ব্যবহারিকের ব্যবধান কমিয়ে আনার জন্য

একটি প্রবাহ চিত্র উদ্ভাবন করেন। লটনের এই প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সরলীকরণ/সহজীকরণ।

শিক্ষাক্রম মডেলের নাম

শিক্ষাক্রম তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই শিক্ষাক্রম মডেল উদ্ভাবন করা হয়েছে তথাপি তত্ত্ব ও মডেলের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে অনেক। তত্ত্বের মাধ্যমে একটি আদর্শ অবস্থার চিত্র বিবৃত করা হয় কিন্তু মডেলে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মিল রেখে তত্ত্বের আদর্শ অবস্থার কিছু বিচ্যুতি ঘটে। শিক্ষাক্রম উন্নয়নে তত্ত্বের জ্ঞান কাজে লাগিয়ে মডেল অনুসরণে বাস্তবরূপ দান করা হয়। নিম্নে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের প্রধান মডেলের নাম উল্লেখ করা হল:

১. প্রক্রিয়া ভিত্তিক মডেল।
২. উদ্দেশ্য ভিত্তিক মডেল।
৩. বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ মডেল।
৪. রোনাল্ড হেডলক মডেলসমূহ: (ক) গবেষণা ও উন্নয়ন মডেল (খ) সামাজিক মিথস্ক্রিয়া মডেল (গ) সমস্যা সমাধান মডেল।
৫. ইরাট মডেল।
৬. ইউনেস্কো মডেল।
৭. সামাজিক দক্ষতা ভিত্তিক মডেল।

আধুনিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেল পরিচিতি

শিক্ষাক্রম তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই শিক্ষাক্রমে মডেল উদ্ভাবন ও প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু কোন কোন শিক্ষাক্রম তত্ত্ব ও মডেলের মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য তারতম্য নেই। যেমন- সামাজিক দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষাক্রম মডেল। আবার কোন কোন শিক্ষাক্রম তত্ত্ব ও মডেলের মধ্যে বেশ পার্থক্য দেখা যায়। তাত্ত্বিক দিক কলমে যেভাবে চিত্রিত করা যায় বামূবে তা নানা সীমাবদ্ধতা ও দক্ষতার অভাবে করা যায়না। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেলে কোন রদবদল হলে কৌশলেও রদবদল হয়। নিচে কয়েকটি আধুনিক মডেল সংক্ষেপে বিবৃত করা হল।

সামাজিক দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেল

সামাজিক দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেল (The Social Skills Curriculum) উদ্ভাবনের মূল লক্ষ্য হল: সামাজিক সমস্যা সমাধানের একটি প্রয়োগ যোগ্য শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কাঠামো উদ্ভাবন। এই মডেল প্রিস্টলি, ম্যাকগুরী, ফ্লিগ, হেমসলি এবং বেলহামের ১৯৭৮ সালের গবেষণার উপর ভিত্তি করে উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই সামাজিক দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেল নিম্নোক্ত চারটি রৈখিক ধাপে গঠিত:

১. **দক্ষতা চিহ্নিতকরণ:** শিক্ষার্থীর বর্তমান দক্ষতা নিরূপণের প্রধান উদ্দেশ্য হল সমাজে সমস্যা অনুসন্ধানের ব্যক্তিগত দক্ষতার সবল দুর্বল দিক নিরূপণ করা ।

২. **উদ্দেশ্য নিরূপণ:** নিজস্ব প্রচেষ্টার মানের ভিত্তিতে প্রারম্ভিক বিন্দু নির্ধারণ, স্বীয় অনুশীলনীর ফলাফল বিশ্লেষণ করে সঠিক সমস্যা নির্দিষ্টকরণ এবং তা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ।

৩. **শিখন প্রণালী:** এই ধাপ হল কোন কৌশলে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তার লক্ষ্য মাত্রা নিরূপণ করতে হয় তা জানা। সনাক্তকৃত সমস্যা সমাধানের কৌশল চিহ্নিতকরণে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় তা জানা এবং এই জানা কৌশলগুলোর কোনটি প্রয়োগ করে তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ভূত সমস্যা সমাধান করা হয় তা জানা। এরূপভাবে সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা যা আগামীতে নানা ধরনের সমস্যা সমাধান নিজে নিজেই করতে পারে।

৪. **মূল্যায়নঃ** পাঠশেষে শিক্ষার্থী যে সব সমস্যা সমাধান করতে পারবে বলে নির্ধারণ করা হয়েছিল সাক্ষাৎকার/আলোচনা, পরিমাপন বা অন্য কৌশল প্রয়োগ করে সেগুলোর কৃতকার্যতা বা অকৃতকার্যতা বাস্তবে প্রত্যক্ষকরণ।

শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা প্রক্রিয়া মডেল

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়া ও চার ধাপ বিশিষ্ট মডেলঃ এই মডেলের মাধ্যমে শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা, জনবল, সময়, অর্থ ইত্যাদি মূলকার্য শুরু করার পুর্বেই যোগান নিশ্চিত করতে হয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়া মডেলের ধাপগুলো হলঃ

১. শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করণ।

২. **শিক্ষাক্রম উন্নয়নের নকশা প্রণয়নঃ** শিক্ষাক্রম প্রণয়নকারী বিশেষজ্ঞদল শিক্ষাক্রম তৈরির কৌশল ও মূলভিত্তি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শিক্ষাক্রমে রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শনের কোন কোন দিক প্রতিফলিত হবে তার সিদ্ধান্ত পূর্বেই নিতে হয় ।

৩. **শিক্ষাক্রম বামূবায়নঃ** শিক্ষাক্রম উন্নয়ন পরিকল্পনায় লক্ষ্যদল, শিক্ষা উপকরণ, বিমূরণ সংগঠন ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ পদ্ধতির ধরণ কিরূপ হবে সে সম্বন্ধে প্রশিক্ষক, শিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৪. **শিক্ষাক্রম মূল্যায়নঃ** শ্রেণি শিক্ষক শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি নিরূপণ কৌশল ও মূল্যায়ন উপকরণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন। শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা কার্যক্রম মূল্যায়ন করবেন দক্ষ শিক্ষাক্রম পরিকল্পনাকারী দল।

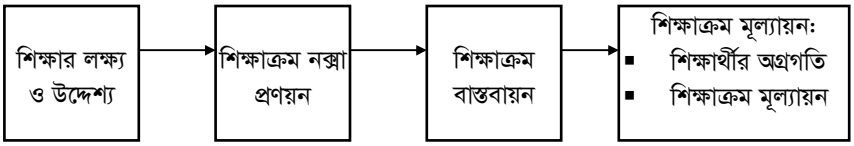

শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা উন্নয়ন প্রণালী
(উৎসঃ সেলার -৩০ পৃঃ)

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেল

শিক্ষাক্রম উন্নয়নে অপরাপর যে সকল মডেল ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম (এসব মডেল বাউবি'র "শিক্ষাক্রম প্রণয়ন'' পুস্তকে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে) হলঃ

প্রক্রিয়াভিত্তিক মডেল

প্রক্রিয়া ভিত্তিক মডেলে প্রথমে প্রয়োজনীয় জ্ঞান বাছাই করা হয়। এই বাছাই অনুসারে বিষয়বস্তু, শিখন শেখানো পদ্ধতি, শিখন-কাল ও মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়। প্রক্রিয়া ভিত্তিক মডেল পুরাতন মডেল। ৩০/৪০ বছর পূর্বে এ মডেলের বহুল প্রচলন ছিল।

উদ্দেশ্য ভিত্তিক মডেল

উদ্দেশ্য ভিত্তিক মডেলের মূল ভিত্তি হল শিক্ষার উদ্দেশ্য নিরূপণ। আর এই উদ্দেশ্য নিরূপণে জনজীবন, রাষ্ট্রীয় আদর্শ, সামাজিক অগ্রগতির ধারা, নবতর মূল্যবোধ, পরিবর্তিত জীবনধারণ কৌশল ইত্যাদি সবকিছুই বিবেচনা করতে হয়। অতঃপর বিষয়বস্তু, শিখন শেখানো কৌশল, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নির্ধারিত হয়।

বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ মডেল

বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ মডেলের ভিত্তি হল "যাদের জন্য শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হবে তাদের চাহিদা কি, তাদের শিক্ষার মান কিরূপ, তারা শিক্ষাকে কি কাজে ব্যবহার করতে চায় ইত্যাদি সম্পর্কে

তাদের পারিপর্শ্বিক অবস্থা থেকে চাহিদা চিহ্নিত করে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা। এরূপ প্রক্রিয়ায় শিক্ষাক্রম প্রণয়নে ছয়টি ধাপ অনুসৃত হয়:

(১) বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ ও চাহিদা নিরূপণ (২) শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রণয়ন (৩) বিষয়বস্তু চিহ্নিতকরণ (৪)শিখন অভিজ্ঞতা ও শিখন শেখানো পদ্ধতি নিরূপন (৫) শিখন সামগ্রী প্রণয়ন ও ট্রাই আউট এবং (৬) ট্রাই-আউট, পরিমার্জন এবং দেশব্যাপী বিতরণের জন্য মুদ্রণ।

রোনাল্ড হেভলক মডেলসমূহ

রোনাল্ড হেভলক ১৯৯৭ সালে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের জন্য তিন রকম কার্যপ্রণালী অনুসরণ করে পৃথক পৃথক তিনটি মডেল উদ্ভাবন করেছেন। হেভলক মডেলসমূহ হল:

১. গবেষণা ও উন্নয়ন মডেল।

২. সামাজিক মিথস্ক্রিয়া মডেল।

৩. সমস্যা সমাধান মডেল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৩

অ) সংক্ষেপে উত্তর দিন

১. কয়েকটি শিক্ষাক্রম তত্ত্বের নাম করুন।

২. এরিহ লিউই তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি?

৩. লটন তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লিখুন।

৪. প্রধান প্রধান শিক্ষাক্রম মডেলের নাম করুন।

৫. সামাজিক দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন মডেলের ধাপগুলো লিখুন।

৬. বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ মডেলের উপাদান কি কি?

৭. শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা প্রক্রিয়া মডেলের ধাপগুলো কি?

পাঠ ১০.৪ আধুনিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কৌশল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- আধুনিক শিক্ষাক্রম উন্নয়নের কৌশলগত ব্যত্যয় বর্ণনা করতে পারবেন।
- আধুনিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কৌশলের কয়েকটি সংক্ষেপে বিবৃত করতে পারবেন।

(ক) কৌশলগত ব্যত্যয়ের বিবেচ্য দিক

কৌশলগত ব্যত্যয়

পূর্বে শিক্ষাক্রম প্রণয়নে/উন্নয়নে যেসব প্রক্রিয়া ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হতো সে সম্পর্কে আমরা তত্ত্ব ও মডেলে আলোচনা করেছি। এসব আলোচনা থেকে জানা যাচ্ছে যে যতই সমাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন হচ্ছে ততই শিক্ষাক্রম রচনার ক্ষেত্রেও নানা মাত্রা, দিক ও কৌশল অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। এরূপ অন্তর্ভুক্তি এমনিতে হচ্ছে না এর পশ্চাতে কতকগুলো উপাদান কাজ করছে সেগুলো হল:

- স্থানীয় শিখন বিষয়াংশ শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভূক্তি।
- নিজস্ব চাহিদা প্রাধান্য দেওয়া।
- তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকের মধ্যে সমতা বিধান।
- জাতীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টি সংরক্ষণে গুরুত্ব আরোপ।
- শিক্ষাকে বাস্তবজীবন ঘনিষ্ঠকরণ।
- পরিবেশ বাস উপযোগীকরণ।
- সবার জন্য শিক্ষার পথ সুগমকরণ।
- নারীর ক্ষমতায়ন কার্যক্রম জোড়দারকরণ।

কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে স্ব-কর্মে নিয়োজিতকরণ এসব দিক সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্তভাবে শিক্ষাক্রমে যথাস্থানে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য বিশ্বব্যাপী শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কৌশলে লক্ষণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে। নিম্নে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের কৌশলে যেসব নবতর দিক সংযোজিত হয়েছে সেগুলোর কয়েকটি এখানে উপস্থাপন করা হল:

- বাস্তব অবস্থা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষার চাহিদা নিরূপণ।
- দেশের মানব সম্পদ কর্মে নিয়োজিতকরণের প্রক্রিয়া ও উপায় অনুসন্ধান।
- কর্মে নিয়োজিতকরণের লক্ষ্যে শিক্ষাক্রমে সংযোগসন্ধি ব্যবহারকরণ।
- শিক্ষাক্রম উন্নয়নে ও বাস্তবায়নে প্রাক মূল্যায়ন। নমুনা প্রবর্তনের মাধ্যমে উপযোগিতা যাচাই।
- নতুন শিক্ষাক্রম সম্বন্ধে শিক্ষা সচেতন সর্বমূরের নাগরিককে গণমাধ্যমে অবহিতকরণ।

- সামাজিক রূপান্তরে শক্তিশালী কার্যকর বিষয় (গুলো) শিক্ষাক্রমে দ্রুত প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা।
- সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এমন বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে সচেতনকরণের জন্য শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণ।

আধুনিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কৌশল

বর্তমান বিশ্বে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের যেমন ব্যত্যয় ঘাটছে তেমনি প্রণয়নের কৌশলগত দিকেও নানারূপ পরিবর্তন ঘটেছে। নিম্নে আধুনিক শিক্ষাক্রম উন্নয়নে কৌশলগত পরিবর্তনসহ সংক্ষেপে বিবৃত করা হল:

ইরান, কোরিয়া, নেপাল ও থাইল্যান্ড

ইরান, কোরিয়া, নেপাল ও থাইল্যান্ড এই চারটি দেশের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কৌশলের তুলনা মূলক বিবরণ দেওয়া হল:

কোরিয়া	নেপাল	ইরান	থাইল্যান্ড
১. জাতীয় আদর্শ বিশ্লেষণ ২. উদ্দেশ্য নিরূপণ ৩. উদ্দেশ্য অর্জন সহায়ক বিষয়বস্তু চিহ্নিতকরণ। ৪. বিষয়বস্তু বিন্যাস ৫. মূল্যায়ন	১. জাতীয় নীতি বিশ্লেষণ ২. দেশের সমস্যা ও চাহিদা সমীক্ষাকরণ ৩. খসড়া শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ৪. খসড়া শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন	১. বর্তমান অবস্থা জানার জন্য অতীত অবস্থা জরিপ ২. অগ্রাধিকার নিরূপণ ৩. উদ্দেশ্য নিরূপণ ৪. বিষয়বস্তু নির্বাচন ৫. শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন কৌশল নিরীক্ষাকরণ ৬. শিক্ষাক্রম সচল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় যোগান প্রদান ৭. শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন	১. বর্তমান সমস্যা ও চাহিদা বিশ্লেষণ ২. উদ্দেশ্য প্রণয়ন ৩. বিষয়বস্তু নির্বাচন ৪. বিষয়বস্তু বিন্যাস ৫. শিখন শেখানো কৌশল নির্বাচন ৬. শিখন শেখানো কৌশল বিন্যাস ৭. মূল্যায়ন

আমেরিকার স্টেট লেবেল কৌশল

আমেরিকার নিউজার্সি ১৯৭৫ সালে স্টেট পর্যায়ে শিক্ষাক্রম প্রণয়নে এই অভিনব কৌশলটি অনুসরণ করেছিল। এটিকে আমেরিকার স্টেট লেবেল কৌশল হিসেবে গণ্য করা হয়। এই কৌশলটিতে পাঁচটি ধাপ রয়েছে। সেগুলো নিচে ধারাবাহিকভাবে সংক্ষেপে বিবৃত করা হল:

১. **লক্ষ্য নির্ধারণ:** এই কৌশলে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য নির্ধারণে শিক্ষক, প্রশাসক, বোর্ড সদস্য, ছাত্র, অভিভাবক, ও অপরাপর শিক্ষা সচেতন নাগরিকে সম্পৃক্ত করা হয়।

২. **পরিমাপযোগ্য ভাষায় উদ্দেশ্য প্রকাশকরণ:** শিক্ষার উদ্দেশ্যকে পরিমাপযোগ্য ভাষায় প্রকাশ করতে হয়। অর্থাৎ প্রত্যেকটি উদ্দেশ্য পরিমাপযোগ্য ভাষায় লিখতে হয় যাতে শিখন শেষে পরিমাপ করা যায় যে উদ্দেশ্যটি পুরোপুরি বা আংশিক অর্জিত হয়েছে।

৩. **শিক্ষার প্রয়োজন কি?:** শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীদেরকে কেমন নাগরিক/দক্ষ জনশক্তি গড়তে চাই তা সুনির্দিষ্টকরণ।

৪. **শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও বামূবায়ন:** আমরা কি প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাক্রমের সবটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছি তা পরিবীক্ষণ করে জানা।

৫. **কার্যকারিতা মূল্যায়ন:** মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের কার্যকারিতা যাচাই করা এবং পুনরাবর্তন করে এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা।

ইউনেস্কো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কৌশল

একটি শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাক্রম যে কোন দেশের জনগণের চাহিদা ও আশাআকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটায়। সেজন্য সমাজ, কৃষ্টি, প্রচলিত আচার আচরণ এবং ব্যক্তির সমকালীন জীবনের চাহিদার ভিত্তিতে শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য নিরূপণ করা অপরিহার্য। শিক্ষক, সমাজ সংস্কারক, নীতি নির্ধারক ও অভিভাবকগণের ব্যাপক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে কার্যকর, সবল ও যুগোপযোগী শিক্ষার উদ্দেশ্য নিরূপণ করা সম্ভব হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনের বাহন হচ্ছে বিষয়বস্তু যা তার পারস্পর্য ও কাঠামোগত বিন্যাস অনুসারে সংগঠন করা হয়। কারণ এতে করে উদ্দেশ্যের সাথে বিষয়বস্তু, গ্রন্থনা, উপস্থাপন, পর্যাপ্ততা, প্রাসঙ্গিকতা ইত্যাদি বজায় রাখা হয়। পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক নির্দেশিকা এবং অন্যান্য সহায়ক শিখন উপকরণ, মূল্যায়ন হাতিয়ার এবং শিখন শেখানো কৌশলাদি নিরূপণ ও প্রয়োগ সবই যেন উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হয় এবং ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত বিদ্যালয় তার যোগান দিতে পারে তার প্রতি বিশেষ নজর দিতে হয়।

নিচে ইউনেস্কোর শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কৌশলের ধাপগুলো উপাস্থাপন করা হল:

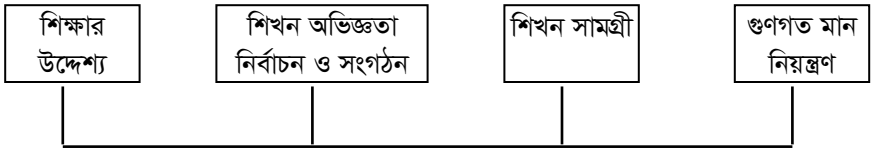

ইউনেস্কোর শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কৌশল।

বাংলাদেশের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কৌশল

বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম উন্নয়নে ১৯৮৬ সালে যে কৌশল ও প্রণালী অনুসৃত হয়েছিল তা প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে পর পৃষ্ঠায় বিবৃত করা হল। সমকালীন বিশ্বের শিক্ষাক্রম উন্নয়নের একটি বিশদ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণে বাংলাদেশের বাধ্যতামূলক শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে তা প্রণয়ন করা হয়েছিল।

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন কার্যক্রম

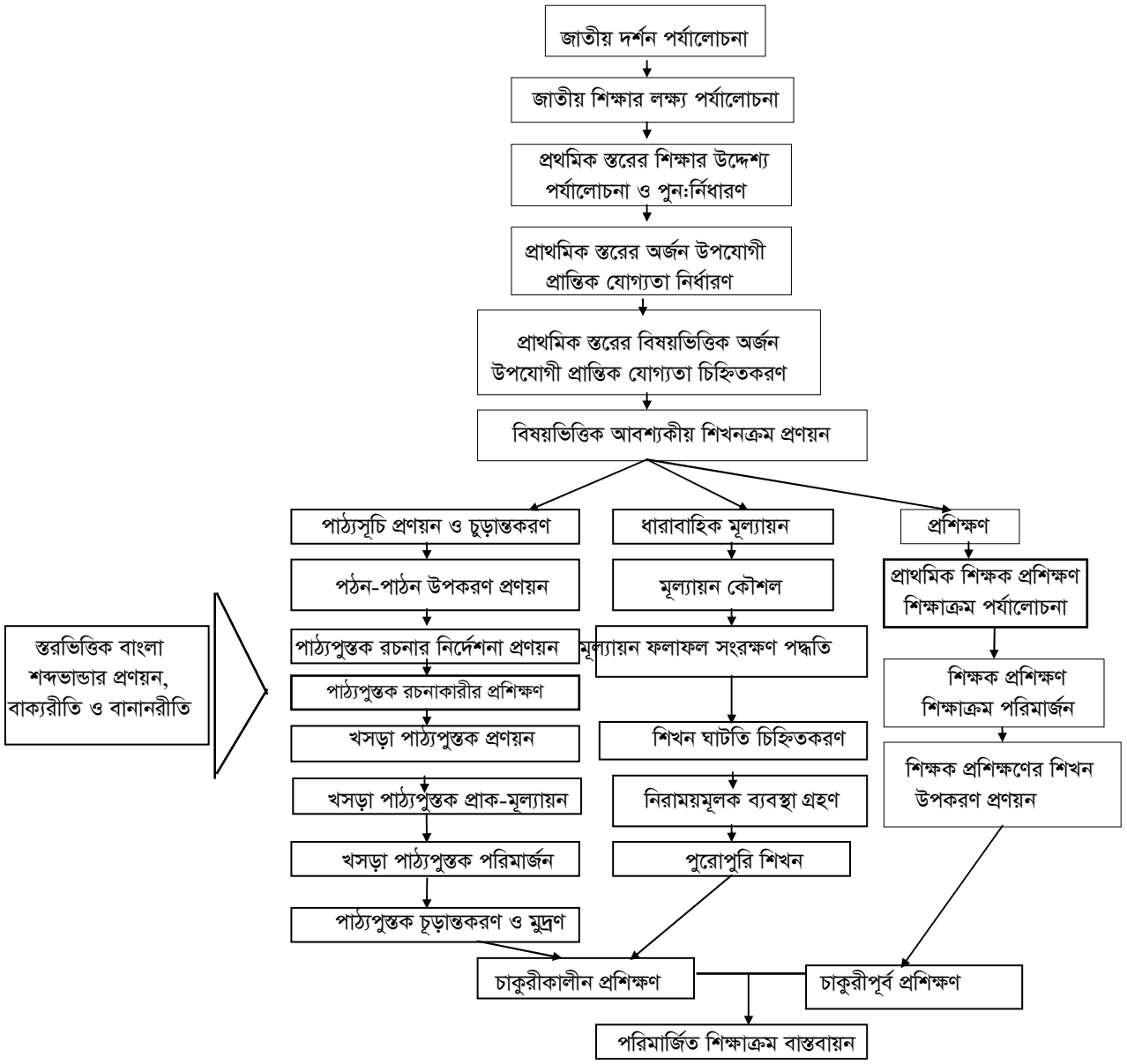

বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কৌশল

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৪

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১। বৃত্তাকার মডেলের প্রবর্তক কে?
- ক. টাইলার
- খ. হুইলার
- গ. লিউই
- ঘ. লটন।

২। কোন মডেলটি রৈখিক ও বৃত্তাকার?
- ক. ইবাট
- খ. রোনাল্ড
- গ. ইউনেস্কো
- ঘ. প্রক্রিয়া ভিত্তিক মডেল।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কৌশলগত ব্যত্যয়ের বিবেচ্য দিক কি কি?

২. শিক্ষাক্রম প্রণয়নের নবতর কৌশলের উপাদান কি কি?

৩. আমেরিকার রাজ্য পর্যায়ে শিক্ষাক্রম প্রণয়নে কি কি ধাপ অনুসৃত হয়?

৪. বাংলাদেশের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের প্রবাহচিত্র অঙ্কন করুন।